দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 25 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

নির্ধারিত দিনেই এসএসসি পরীক্ষা হতে হবে

আজ ২৫ এপ্রিল। দোসরা মে এসএসসি পরীক্ষা শুরু। বাকি মাত্র ছ' দিন। সারাদেশে শিক্ষক ধর্মঘট চলছে। ২৪ এপ্রিল ছিল পরীক্ষা কেন্দ্রের খাতা নেয়ার তারিখ। প্রতিটি কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা ঐ তারিখের মধ্যে পরীক্ষার খাতা বোর্ড অফিস থেকে নেবার কথা। ধর্মঘটী শিক্ষকদের নির্দেশ দাবি-দাওয়া সম্পর্কে ফয়সালা না হলে পরীক্ষার খাতা নেয়া হবে না। তাহলে কি পরীক্ষা হচ্ছে না ২ মে? এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন—২ মে পরীক্ষা হতে হবে। কে পরীক্ষা নেবেন কিভাবে নেবেন তা স্থির করবেন শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ। কারণ তাদের ব্যতীত পরীক্ষা হবে না। দাবি শুধু আমাদের নয়—এ দাবি ৪টি বোর্ডের সাত লাখ পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের। কারণ নির্ধারিত সময় পরীক্ষা না হলে ভোগান্তির শিকার হবে এরাই।

এমনিতেই ঝড়-তুফান শুরু হয়েছে। এরপর আছে বৃষ্টির মৌসুম। গ্রাম গ্রামান্তরের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াত হবে মহা সমস্যা। সময়মত পরীক্ষা না হলে বাড়তি টাকা সংগ্রহ করতে হবে অভিভাকবদের। আন্দোলন করে হয়ত আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন শিক্ষকেরা। কিন্তু পরীক্ষার তারিখ সরে গেলে অভিভাবকদের তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে এই দুর্মূল্যের বাজারে।

আর কেউ কি হিসাব করে বলতে পারেন ২ মে এসএসসি পরীক্ষা শুরু না হলে এ পরীক্ষা কবে হবে। এরপর আসবে কোরবানীর ঈদ। তারপর জুন-জুলাইয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল। (যে কারণে সরাতে হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার তারিখ)। তারপর আগস্টে এইচএসসি পরীক্ষা। এবং তারপর। অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষা ২ মে শুরু না হলে আবার ছ' মাসের ধাক্কা। তাহলে কি ছ'মাস অপেক্ষা করতে হবে এই লাখ লাখ পরীক্ষার্থীকে? এ জবাব সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই দিতে হবে।

এছাড়া কেউ কি ভেবে দেখেছেন এবারের পরীক্ষার ধরন? এবার পরীক্ষার উত্তরপত্র কোডিং এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ কম্পিউটারের মাধ্যমে হবে। ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে করণীয় সকল নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রণালয়। সে নির্দেশ বোর্ড কর্তৃপক্ষ পাঠিয়েছেন বিদ্যালয়গুলিতে। এ ব্যাপারে শিক্ষক এবং পরীক্ষার্থী উভয়েরই প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আমি টেলিভিশনে এ প্রক্রিয়া দেখেছি। দেখেছি কি করে প্রবেশপত্রের নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে হবে। পূরণ করতে হবে উত্তরপত্র। কি করে নিতে হবে বাড়তি উত্তরপত্র। এজন্য দেয়া পরীক্ষার সময়ের বাইরেও বাড়তি সময় দেয়া হবে পরীক্ষার্থীদের। আমার বলতে লজ্জা নেই যে টেলিভিশনে একবার দেখে সবকিছু আমার মনে রাখা সম্ভব হয়নি। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা বলেছেন তাদের পক্ষেও সাত তাড়াতাড়ি করে সকল করায়ত্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এবং অনেকেই এ কারণে এবার পরীক্ষার হলের দায়িত্ব নেবেন না। তারা নিজেরাই বুঝছেন না? তা অন্যকে বুঝান আদৌ সম্ভব কি?

সমস্যাটি গ্রামের পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে দেখা দেবে। গ্রামে টেলিভিশনের সংখ্যা কম। টেলিভিশনে যতই দেখানো হোক না তা আদৌ সকল পরীক্ষার্থীর কাজে আসছে না। আর এমন সময় শুরু হয়েছে শিক্ষক-কর্মচারী ধর্মঘট। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তালাবদ্ধ। তাহলে এ পদ্ধতি বুঝাবে কে? এর ফলে এবার পরীক্ষার হলে এই উত্তরপত্রে প্রবেশপত্রের নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর নির্দেশমত লিখতে বা বাড়তি উত্তরপত্র নিয়ে ঝামেলা দেখা দেবে। এই ঝামেলার জন্য অনেকের উত্তরপত্র বাতিল হতে পারে। এ হুশিয়ারী বোর্ড কর্তৃপক্ষ বার বার দিয়েছেন। অর্থাৎ নতুন নিয়মে উত্তরপত্র পূরণ করতে না পারলে শতকরা একশ' ভাগ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিলেও পরীক্ষা বাতিল হতে পারে।

এ ছাড়াও আর একটি ভিন্ন সমস্যা আছে গ্রামবাংলার পরীক্ষার্থীদের। গ্রামের পরীক্ষা কেন্দ্রে শহরের সুবিধা নেই। একটি থানা কেন্দ্রে শয়ে শয়ে ছাত্রছাত্রীর থাকার জায়গা নেই। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই আসে কেন্দ্রের বাইরের এলাকা—দূর-দূরান্ত থেকে। তাই তাদের পরীক্ষা শুরু হবার সপ্তাহ দু'য়েক আগে বাসস্থান নির্ধারণ করতে হয়। থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। এ জন্য বিস্তর টাকাও খরচ করতে হয়।

কিন্তু পরীক্ষার ৭ দিন পূর্বেও পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া গেলে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ আজ ২৫ এপ্রিল এসএসসি পরীক্ষার ছ'দিন পূর্বে পরীক্ষার্থী বা অভিভাবকেরা নিশ্চিতভাবে জানে না ২ মে আদৌ পরীক্ষা শুরু হচ্ছে কিনা। এ অবস্থায় পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকেরা কি করবে কেউ বলে দিতে পারেন?

এরপরেও আছে ছাত্রদের মানসিক অবস্থা। পরীক্ষার জন্য মানসিক প্রস্তুতি। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা প্রস্তুতি নেয়া আদৌ সম্ভব কি? এ পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষক বা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আদৌ অবহিত নন, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। শুধু জানতে ইচ্ছে করে—এরপরেও এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কি করে।

কাগজে দেখেছি শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৫ দফা দাবি। মিছিল এবং তাদের সমাবেশ দেখেছি। তবে আমার কাছে তাদের একটি দফাই মুখ্য মনে হয়েছে। মনে হয়েছে—তাদের বেতনের শতকরা ১০০ ভাগই সরকারী তহবিল থেকে দেয়া হোক। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ ব্যাপারে তাদেরও কোন দ্বিমত নেই। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এ খাতে টাকা সংগ্রহ নিয়ে। এ ব্যাপারে ১৯৯২ সালে একটি চুক্তিও হয়েছিল। শিক্ষক-কর্মচারীদের বক্তব্য হচ্ছে, সে চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এ ধর্মঘট। শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে, এজন্য এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জিম্মী রেখে আন্দোলন কেন। সময়ত ফুরিয়ে যাচ্ছিল না।

কথার পিঠে কথা সাজালে পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায়। তবে এর পরেও অস্বীকার করা যাবে না যে এ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে ৭ লাখ পরীক্ষার্থী এবং তাদের পরিবার-পরিজন। শিক্ষক-কর্মচারীরাও কৌশল করে এ ধর্মঘটের সময় নির্ধারণ করেছেন। আর কালক্ষেপণ করে করে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সংকটে জড়িয়ে গেছেন।

তবুও আমার মনে হয়, এ সমস্যা জরুরী ভিত্তিতে সমাধান করা সম্ভব। অর্থমন্ত্রী প্যারিস থেকে ফিরেছেন। তিনি বার বার বলেছেন, আগামী বাজেটে সর্বাধিক বরাদ্দ হবে শিক্ষা খাতে। এবং শিক্ষা খাতে বাড়তি বরাদ্দ হলে শিক্ষক-কর্মচারীদের এই আর্থিক দাবিটি পূরণ করা হয়ত কঠিন হবে না।

তবে এ কাজটি আজ-কালের মধ্যে করতে হবে। পরীক্ষা হতে হবে ২ মে। ধর্মঘট করেছেন বলে শিক্ষকরা সকল দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন আর ধর্মঘট বলে কোন কিছু এ মুহূর্তে করা যাবে না এ মানসিকতা কোন সমস্যা সমাধানের সহায়ক নয়। এবারের সমস্যা ভিন্ন ধরনের। পরীক্ষা নতুন ধরনের। অচলাবস্থা দূর করে লাখ লাখ পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করাই এ মুহূর্তে কাম্য।

—নির্মল সেন